36

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 04 FEB 1996
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ঃ প্রাধ্যক্ষরা সিট বণ্টন করতে কি ভয় পান?

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় দেশের কৃষি শিক্ষার একমাত্র সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছ'টি অনুষদের ব্যবহারিক ক্লাস, খামারের কাজ নিয়ে সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হয় একজন ছাত্রকে। বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা একজন নতুন ছাত্র যখন ক্লাস ও কাজের চাপে হিমশিম খায় ঠিক তখনই শুরু হয় তাকে নিয়ে টালবাহানা। বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের অঙ্গ সংগঠন, যার তথাকথিত নেতারা এই কাজ করে থাকেন। কারণ এটাই তাদের উন্নয়নের রাজনীতি। হলের প্রভোস্ট তথা প্রাধ্যক্ষ এদের হাতে বন্দী, কারণ ক্ষমতাসীন ছাত্র সংগঠনকে সাহায্য না করলে আটকে যায় প্রমোশন। কে চায় সামান্য একটা ছাত্রের সিটের জন্য এত ভোগান্তির শিকার হতে? এখানে উল্লেখ্য, ১৯৯১ সালে বিরোধী দলের ছাত্র সংগঠনসহ অন্য প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনগুলোকে তাড়িয়ে স্বাধীনতাবিরোধী ছাত্র সংগঠনকে নিয়ে প্রহসনমূলক নির্বাচনে জেতার মাধ্যমে ক্ষমতাসীন হয়ে একের পর এক বিরোধী ছাত্র সংগঠনসমূহের সিট দখল করতে থাকে প্রভাবশালী ছাত্র সংগঠনটি। যাদের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে মারা যায় রেজাউর রহমান সবুজ নামে ছাত্রদলের নিরীহ এক কর্মী। বিভিন্ন সময়ে ক্ষমতাসীন দলটি "হলে হলে মেধাভিত্তিক সিট বণ্টন কর", "হলে হলে টিএসসিতে সাবসিডি দিতে হবে", "রেফার্ড সিস্টেমের মার্ক বেরিয়ার তুলে দাও"– প্রভৃতি কল্যাণকর শ্লোগান দিলেও দেখা যায় আন্দোলন মাঝ পর্যায়ে হারিয়ে যায়। তাই বার বার যখন এ আন্দোলন গড়ে ওঠে, শ্লোগান উচ্চারিত হয় তখন শিক্ষক-ছাত্রসহ সর্বস্তরের জনগণ বলে ওঠেন– "ভূতের মুখে রামনাম"।

সারওয়ার আহমেদ